AUG. 6 – 1999

ভোরের কাগজ

44

তারিখ ... AUG. 03 1999 ...
পৃষ্ঠা ১০ কলাম ১ ......

কম্পিউটারের কার্যকর ব্যবহার

কম্পিউটারাইজড ইউটিলিটি বিল

বিআইএএসএল প্রতিবেদন : বাংলাদেশে কম্পিউটারের ব্যবহার বিগত বছরগুলোর তুলনায় বাড়লেও, এক্ষেত্রে সুনির্দিষ্ট পরিকল্পনার অভাবে তেমন প্রবৃদ্ধি অর্জন করতে পারছে না। প্রশিক্ষণ, বিনোদন এবং ওয়ার্ড প্রসেসিং এর বাইরে কম্পিউটারের ব্যাবহার এখনো তেমন বিকাশ লাভ করতে পারেনি। এর অন্যতম প্রধান কারণ হলো, সঠিক পরিকল্পনা এবং সচেতনতার অভাব। উন্নত বিশ্বে কম্পিউটার মানুষের জীবনের সাথে ওৎপ্রোতভাবে জড়িয়ে গেছে। এর অন্যতম কারণ হলো, তারা কম্পিউটার দিয়ে সাধারণ মানুষের দৈনন্দিন জীবনযাত্রাকে অনেক সহজতর করে তুলেছে। আমাদের দেশে ধরা যাক, টেলিফোন বিলের কাহিনী। ঢাকা শহরে টেলিফোন বিল নিয়ে গ্রাহকদের দূর্ভোগের সীমা নেই। বিল গ্রাহকের পৌছে বিল পরিশোধের উল্লেখিত তারিখের পর এবং তাড়াহুড়া করে বিল পরিশোধ করার পরও দেখা যায় তার সংযোগ বিচ্ছিন্ন করা হয়েছে। দ্রুত ধাবমান জীবনযাত্রায় ঢাকার মানুষের এই বিড়ম্বনা ক্রমেই অসহনীয় উঠছে। কর্তৃপক্ষ নির্বিকার। অথচ কম্পিউটার প্রেগ্রামিংয়ের সাহায্যে এই যন্ত্রণা থেকে মুক্তি পাওয়া যেতে পারে।

এ ছাড়া অন্যান্য বিল, যেমন : বিদ্যুৎ, পানি, মোবাইল ফোন এবং ইন্টারনেটের বিলের ক্ষেত্রে কম্পিউটার প্রোগ্রামিং কার্যকরভাবে প্রয়োগ সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ এবং গ্রাহককে অনেকটা স্বস্তি দিতে পারে। এই ধরণের আরো অনেক কম্পিউটারের ব্যবহার সম্ভব, যা সাধারণ মানুষের জীবনযাত্রাকে আরো সহজতর করে তুলতে পারে। যেমন, রেস্টুরেন্ট এবং ডিপার্টমেন্টাল স্টোর, হাসপাতাল, ক্লিনিক, ডায়াগনোস্টিক সেন্টার, স্কুল, কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয়, ইমিগ্রেশন এবং পাসপোর্ট বিষয়ক, পুলিশ স্টেশন, টিকেট বুকিং ইত্যাদি ক্ষেত্রে কম্পিউটারাইজড অটোমেশনের ব্যবহার কম্পিউটারকে আরো জনপ্রিয় করে তুলবে। শুধু তাই নয়, এই সব উদ্যোগের ফলে স্থানীয় সফটওয়্যার শিল্প গড়ে উঠবে খুব তাড়াতাড়ি। এই সব সফটওয়্যার তৈরী এবং ব্যবহারের ক্ষেত্রে বিভিন্ন সরকারি এবং বেসরকারি প্রতিষ্ঠানগুলো এগিয়ে আসতে পারে।

এখানে একটি জিনিষ উল্লেখ্য যে, কম্পিউটারের এই ধরণের ব্যবহার সারা বিশ্বে হচ্ছে। আজ যদি আমাদের দেশের সফটওয়্যার বিজ্ঞানীরা এই ধরণের কম্পিউটার সফটওয়্যারগুলো তৈরী এবং ব্যবহার শুরু না করেন, তাহলে বিদেশ থেকে আমদানীকৃত সফটওয়্যারের ব্যবহার শুরু হবে। উদাহরণস্বরূপ, সম্প্রতি ভারত থেকে ব্যাংকিং সফটওয়্যার বাংলাদেশে বিপণনের প্রচেষ্টা চলছে। এ ছাড়া বাংলাদেশের স্টক এক্সচেঞ্জেগুলোর অটোমেশন সফটওয়্যারগুলোও ভারতের। সম্প্রতি ট্রাভেল এজেন্টদের এবং বিভিন্ন গার্মেন্টেসের জন্য প্রয়োজনীয় সফটওয়্যার বিদেশ থেকে আমদানীর এবং বিপণনের প্রচেষ্টা লক্ষ্য করা গেছে। তাই আমাদের সফটওয়্যার শিল্পের বিকাশের জন্য দেশের প্রয়োজনীয় সফটওয়্যার দেশে তৈরী করার নীতি সব মহলের গ্রহণ এবং অতি দ্রুত কার্যকর করা প্রয়োজন।

আমরা কম্পিউটারের এই ধরনের সাধারণ ব্যবহারের উপর প্রতিবেদন প্রকাশ করবো। এর প্রধান উদ্দেশ্য হলো, দেশের সফটওয়্যার বিজ্ঞানী এবং সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষকে কিছু ধারণা দেওয়া এবং ব্যবহারকারীদের মধ্যে কম্পিউটারের বিবিধ ব্যবহার সম্বন্ধে সচেতনতা তৈরী করা। পাঠকরাও এই প্রচেষ্টায় শরিক হতে পারেন। আমাদের বিভিন্ন প্রতিবেদন প্রকাশের সময় এই বিষয়ে আপনাদের মতামতও আমাদের কাছে পাঠাতে পারেন। আজকের প্রতিবেদনের বিষয়–

কম্পিউটারাইজড ইউটিলিটি বিল

বিদ্যুৎ, পানি, টেলিফোন ও অন্যান্য বিল তৈরী, পরিশোধ এবং মনিটরিং এর ক্ষেত্রে কম্পিউটার বৈপ্লবিক পরিবর্তন এবং উৎকর্ষতা আনতে পারে। এতে করে গ্রাহকের দূর্দশা ব্যাপকভাবে কমে যাবে। পাশাপাশি, সংশ্লিষ্ট বিভাগের কর্মকান্ডে গতিশীলতা আনা সম্ভবপর হবে। যদিও এই সব ক্ষেত্রে বর্তমানে আংশিক কম্পিউটারায়ণ করা হয়েছে, কিন্তু তার ফলাফল এখনো আশাব্যঞ্জক নয়। এসব ক্ষেত্রে আরো উৎকর্ষতার প্রয়োজন রয়েছে। বিদ্যুৎ বিভাগের কথাই ধরা যাক। বর্তমানে বিল করা ও গ্রাহক কর্তৃক বিল পরিশোধ করা কয়েকটি ধাপে সম্পন্ন হয় ঃ

১. মিটার রীডার এসে মিটার রিডিং দেখে যান এবং এই রীডিং অনুযায়ী বিল প্রস্তুত করা হয়। কিছু কিছু ক্ষেত্রে গ্রাহক নিজে মিটার রিডিং নিয়ে বিল তৈরী করে থাকেন।

২. গ্রাহক বিল পাওয়ার পরে ব্যাংকে গিয়ে বিল পরিশোধ করেন।

৩. গ্রাহকের বিল পরিশোধ সংক্রান্ত কাগজপত্র সংশ্লিষ্ট সেবা বিভাগে পাঠিয়ে দেয়া হয়।

৪. সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ বিল পরিশোধ সংক্রান্ত কাগজপত্র নথিভুক্ত করেন।

সমগ্র প্রক্রিয়াটির কিছু অংশ মাঝে মাঝে কম্পিউটারে করা হলেও বেশীর ভাগই ম্যানুয়েলি সম্পন্ন করা হয় বলে, এতে দীর্ঘ সময় লেগে যায়। দীর্ঘসূত্রিতা ছাড়াও অনেক সময় দেখা যায়, গ্রাহক সময়মত বিল পরিশোধ করলেও, নথিভুক্ত না হওয়ার কারণে গ্রাহকের লাইন কেটে দেয়া হয়। বিদ্যুৎ বিভাগের নীতিনির্ধারকরা তাদের কম্পিউটার ব্যবহার আরো সম্প্রসারিত করলেই, এই ধরনের সমস্যা দূর করা সম্ভব।

গ্রাহকদের বিল কেন্দ্রিয়ভাবে একটি ডাটাবেসে সংরক্ষণ করা সম্ভব। ফলে, যে কোনো সময়ে একজন গ্রাহকের বিল পরিশোধের পরিস্থিতি সম্পর্কে ধারণা পাওয়া সম্ভবপর হবে। পাশাপাশি, বিল গ্রহণকারী ব্যাংকগুলোতে কম্পিউটার ব্যবস্থা প্রচলন করা যেতে পারে। গ্রাহক বিল পরিশোধের সাথে সাথে সেইদিন ব্যাংক থেকে বিদূৎ বিভাগের কেন্দ্রীয় ডাটাবেজে আপডেট ব্যবস্থা করা যেতে পারে। ব্যাংক থেকে পাঠানো তথ্যাবলী কেন্দ্রীয় ডাটাবেসে সম্পৃক্ত করার মাধ্যমে দৈনন্দিন পরিস্থিতি জেনে নেয়া সম্ভব। এই ব্যবস্থা গ্রহণ করা হলে, বিল তৈরী ও পরিশোধের জন্য প্রয়োজনীয় সময় এবং শ্রম অনেকাংশেই কমে যাবে এবং বিল মনিটরিং শক্তিশালী হবে। এই প্রক্রিয়ায় গ্রাহকের ভোগান্তির হ্রাসের পাশাপাশি বিদ্যুৎ বিভাগের বিল সংগ্রহ অনেক বেশি কার্যকর হবে।

বিলিং ব্যবস্থাকে কম্পিউটারায়নের প্রক্রিয়া আরো ব্যাপকতর করা সম্ভব। বর্তমানে, বিশেষতঃ ঢাকায় বেশীর ভাগ মধ্যবিত্ত পরিবার কম্পিউটার এবং ইন্টারনেট ব্যবস্থার সাথে খুবই পরিচিত। এ সমস্ত গ্রাহকদের জন্য বিদ্যুৎ বিভাগ একটি ডায়াল-আপ সার্ভার খুলতে পারে। এই ডায়াল-আপ সার্ভারে সংযুক্ত হয়ে গ্রাহক তার মিটার রীডিং আপলোড করতে পারে। গ্রাহক তার মিটার রিডিং কেন্দ্রীয় সার্ভারে আপলোড করার সাথে সাথে বিলের পরিমাণ এবং বিল পরিশোধের শেষ তারিখ এবং বিল প্রদানের স্থান সম্পর্কে সাথে সাথে জানতে পারবে। গ্রাহকে দেয়া তথ্যানুযায়ী স্বয়ংক্রিয় ব্যবস্থার মাধ্যমে বিল সংগ্রহকারী ব্যাংকের কম্পিউটারে গ্রাহকের বিল তৈরী থাকবে। গ্রাহক বিল পরিশোধের জন্য সংশ্লিষ্ট ব্যাংকে গেলে ব্যাংক সেই অনুযায়ী গ্রাহক থেকে বিল গ্রহণ করবে। বিল প্রদানের পর ব্যাংক গ্রাহককে বিল পরিশোধের একটি স্লিপ দেবে। এই ব্যবস্থায় প্রয়োজনে পরবর্তীতে মিটার রীডারের সাহায্যে গ্রাহকের দেয়া তথ্যের সত্যতা যাচাই করে নেয়া যেতে পারে।

এই প্রতিবেদনে বিদ্যুৎ বিভাগকে একটি উদাহরণ হিসাবে নেওয়া হয়েছে। একই প্রক্রিয়ায় বিটিটিবি, ওয়াসা, তিতাস এবং সিটি কর্পোরেশনের বিল পরিশোধ করা যেতে পারে। টেলিফোন বিলের ক্ষেত্রে এই প্রক্রিয়া আরো সহজতর। টেলিফোনের মিটার রিডিং এর সব ডাটা টিএন্ডটি কেন্দ্রীয়ভাবে সংরক্ষণ করে। তাই এখন টিএন্ডটি যদি শুধু একটি ডায়াল-আপ সার্ভার গ্রাহকদের জন্য উম্মুক্ত করে এবং বিল সংগ্রহকারী ব্যাংকগুলোকে পরবর্তী মাসের প্রথমদিন প্রয়োজনীয় ডাটা দিয়ে দেয়, তাহলে টিএন্ডটি তাদের বিল সংগ্রহ এবং মনিটরিং প্রক্রিয়াকে আরো কার্যকরী করে তুলতে পারবে। ডায়াল-আপ সার্ভারের ব্যবহার, সংস্থাগুলোর বিলিং ব্যবস্থা এবং বিল সংগ্রহের প্রক্রিয়াকে গতিশীল এবং দক্ষ করে তুলতে পারবে।

আমরা আশা করবো, দক্ষতা ও গতিশীলতা বৃদ্ধি এবং গ্রাহকের ভোগান্তি কমানোর লক্ষ্যে বিভিন্ন সংস্থা তাদের বিলিং ব্যবস্থাকে আধুনিকভাবে কম্পিউটারাইজড করে তুলবে দেশীয় সফটওয়্যার বিজ্ঞানীদের ব্যবহার করে।